উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান, জজ, অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা

আদেশ নং-২৪
তারিখ-২৫/১০/২০২৬

অদ্য দায়িকপক্ষ কর্তৃক ডিক্রিকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩(৫) ধারার বিধান মোতাবেক সার্টিফিকেট ইস্যু সংক্রান্ত আদেশ প্রদানের জন্য দিন ধার্য আছে।

ডিক্রিদারপক্ষ হাজিরা দাখিল করেছেন। ডিক্রিদারপক্ষ কর্তৃক ইতোমধ্যে দাখিলকৃত মূল কাগজপত্রাদি নথিতে শামিল পাওয়া গেল। দায়িকপক্ষ অদ্য পর্যন্ত ডিক্রিকৃত পাওনার বিপরীতে কোনো অর্থ পরিশোধ করেননি।

দায়িকপক্ষ অ্যাডভোকেট সার্টিফিকেটসহ একখানা দরখাস্ত দাখিল করিয়া মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৪৮৩২/২০২৬ নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অত্র জারি মোকদ্দমার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত রাখিবার প্রার্থনা করেন।

দেখলাম। দরখাস্তের বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের বক্তব্য শ্রবণ করলাম। নথি পর্যালোচনা করলাম।

নথি পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, ইতিপূর্বে দায়িকপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-১৬২৩০/২০২৫-এ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত নির্দেশনা মোতাবেক দায়িকপক্ষকে সমুদয় বকেয়া পাওনা ০৪ (চার) কিস্তিতে পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু দায়িকপক্ষ উক্ত নির্দেশনা অনুযায়ী অদ্যাবধি একটি কিস্তির অর্থও পরিশোধ করেননি। অধিকন্তু, অত্র মোকদ্দমাটি পূর্ববর্তী দুইটি ধার্য তারিখে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর ৩৩(৫) ধারার অধীনে সার্টিফিকেট ইস্যু সংক্রান্ত আদেশের জন্য ধার্য থাকিলেও দায়িকপক্ষকে ডিক্রিকৃত অর্থ পরিশোধের সুযোগ প্রদানের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত সময় মঞ্জুর করা হয়। তথাপি দায়িকপক্ষ উক্ত সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোনো অর্থ পরিশোধ করেননি।

বরং দায়িকপক্ষ পূর্ববর্তী রিট পিটিশনে প্রদত্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করিয়া মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে পুনরায় রিট পিটিশন নং-১৪৮৩২/২০২৬ দায়ের করিয়াছেন। তবে উক্ত রিট পিটিশনে অত্র জারি মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিত রাখিবার কোনো আদেশ প্রদান করা হইয়াছে মর্মে নথিতে কোনো আদেশ দাখিল করা হয় নাই।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, উচ্চ আদালতে কোনো রিট পিটিশন দায়ের কিংবা উহা বিচারাধীন থাকিবার বিষয়টি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অধস্তন আদালতে বিচারাধীন মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিতের আইনগত ভিত্তি সৃষ্টি

করে না। উচ্চ আদালতের সুস্পষ্ট স্থগিতাদেশ কিংবা কার্যক্রম পরিচালনায় আইনগত কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকিলে সংশ্লিষ্ট আদালত আইনানুগভাবে মোকদ্দমার কার্যক্রম অগ্রসর করিতে পারেন। বর্তমান ক্ষেত্রে দায়িকপক্ষ ইতিপূর্বে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন এবং অত্র আদালত কর্তৃক বারবার সুযোগ প্রদান করা সত্ত্বেও ডিক্রিকৃত অর্থের কোনো অংশ পরিশোধ করেননি। এমতাবস্থায় কেবল নতুন একটি রিট পিটিশন দায়েরের কারণ দেখাইয়া অত্র জারি মোকদ্দমার কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা যুক্তিসংগত কিংবা আইনসম্মত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

উপরন্তু, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩-এর উদ্দেশ্য ও বিধানাবলির আলোকে ডিক্রিকৃত অর্থ আদায়ের কার্যক্রম অযৌক্তিকভাবে বিলম্বিত না করিয়া আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করা সমীচীন। দায়িকপক্ষের বারবার সময় প্রার্থনা এবং সুযোগপ্রাপ্তি সত্ত্বেও অর্থ পরিশোধে ব্যর্থতার বিষয়টি বিবেচনায় অত্র মোকদ্দমার কার্যক্রম আরও স্থগিত রাখিবার কোনো যৌক্তিক কারণ পরিলক্ষিত হয় না।

সুতরাং, নথিস্থ কাগজপত্র, উভয়পক্ষের বক্তব্য, পূর্ববর্তী আদেশসমূহ এবং সার্বিক আইনগত ও বাস্তবিক পরিস্থিতি বিবেচনায় দায়িকপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত কার্যক্রম স্থগিতের দরখাস্তটি গ্রহণযোগ্য নহে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

এমতাবস্থায় দায়িকপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত অত্র জারি মোকদ্দমার কার্যক্রম স্থগিতের দরখাস্তটি নামঞ্জুর করা হইল।

---অতপর নথি ৩৩(৫) ধারায় সার্টিফিকেট ইস্যুর আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দেখলাম। দরখাস্ত বিষয়ে ডিক্রীদার পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবণ করলাম। ডিক্রীদারপক্ষ কর্তৃক অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় আনীত দরখাস্ত ও নথি পর্যালোচনা করলাম। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গত ০৫/০৫/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ৩৩(১) ও গত ০২/০৯/২০২৫ খ্রিঃ তারিখ ৩৩(৪) ধারায় নিলামের জন্য দিন ধার্য্য করতঃ নিলাম বিজ্ঞপ্তি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচারসহ আদালতের নোটিশ বোর্ডে লটকাইয়া ও স্থানীয়ভাবে ঢোল সহরত যোগে রীতিমত জারী করা হয়। কিন্তু উল্লেখিত নিলামের জন্য ধার্য তারিখ সমূহে কোন দরদাতা অংশ গ্রহণ না করায় নিলামে তফসিল সম্পত্তি বিক্রয় করা সম্ভব হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়। এমতাবস্থায় ৩৩(১) ও ৩৩(৪) ধারার কার্য্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩(৫) ধারায় আনীত দরখাস্তটি বিবেচনা করার ক্ষেত্রে আইনতঃ কোন প্রতিবন্ধকতা নেই মর্মে প্রতীয়মান হয়।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অর্থঋণ আদালত আইন,২০০৩ এর ৩৩ (৫) ধারায় দাখিলী নিন্ম তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি, ডিক্রীকৃত দাবী পরিপূর্ণভাবে পরিশোধিত না হওয়া পর্যন্ত, দখল ও ভোগের অধিকারসহ ডিক্রীদারের অনুকূলে ন্যস্ত করার প্রার্থনাযুক্ত দরখাস্ত একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হলো। এতদ্বারা তফসিল বর্ণিত সম্পত্তির দখল ও ভোগের অধিকার ডিক্রীদার পক্ষের অনুকুলে ন্যস্ত করা হলো। তৎমর্মে ডিক্রীদার বরাবর সনদপত্র ইস্যু করা হোক।

ডিক্রীদারপক্ষ উক্ত সম্পত্তি অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ এর উপ-ধারা (১), (২), (২ক, (২খ), (২গ), (৩) ও (৪) এর বিধান অনুসারে বিক্রয় করে অপরিশোধিত ডিক্রীর দাবীকৃত টাকা আদায় করতে পারবে।

উপরোক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে ডিক্রীকৃত টাকা অতিরিক্ত আদায় হলে উক্ত আইনের ৩৩ (৬) ধারার বিধান অনুস্মরণ করবে।

অত্র মামলাটি অর্থঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৩৩ (৯) ধারার বিধান মতে চূড়ান্ত নিস্পত্তি করা হলো।

পরবর্তীতে ডিক্রীদার পক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় ফটোকপি সেট নথিতে সামিল রেখে মূল কাগজাদি বিজ্ঞ কৌসুলি কে ফেরত প্রদান করা হলো।

SCHEDULE OF THE PROPERTY

All that piece and parcel of 0.727 Katha undivided and un-demarcated land out of 20 (twenty) katha together with apartment No. C-1, arca 2072 st in the 1^{a} floor of 6 (six) storied building and a Car Parking in the ground floor area 300 sft. totaling 2372 (two thousand three hundred seventy two) sft. situated within District-Dhaka under P.S-Sabck Lalbagh at Present Dhanmondi of Mouza-Dhanmondi under the lay out land of the then East Pakistan C, B & 1 Department being Plan No.549/56 dated 04.05.1956 bearing Plot No.557 (Old), 59(New), under Jote No.8629, Road No. 15 (Old), 8/A (New) of Dhanmondi Residential Area, Dhaka along with common right, title, interest, essement, Gas, Water, Flectricity and Sewerage line and other common Facilities

Butted and Bounded:

On the North Road No. 8/A (New), Dhanmondi R/A

On the Suuth: Plot No. 162 (New), Road no.7/A, Dhanmondi R/A

On the East Plot No. 57 (New), Road no. 8/A, Dhanmondi R/A

On the West Plot No. 61 (New), Road no. 8/A, Dhanmondi R/A

আমার স্বহস্তে কম্পোজকৃত ও সংশোধিত-

মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা

মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থঋন আদালত নং-১, ঢাকা